মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যতম একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। দুই ভূ-খন্ডের মানুষ ও তাদের ভাষা-সংস্কৃতিও প্রায় অভিন্ন। সীমান্তের বাধা আমাদের মানসিক ব্যবধানকে বাড়িয়ে চলে। আর এ-পার বাংলার মানুষদের কাছে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-মানুষ সম্পর্কে অজানার পরিধিও বেড়ে যায়। সম্প্রতি অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে চর্চা বাড়ছে। সেই চর্চায় আমিও সামিল হতে চেয়েছি। তাই আলোচ্য গবেষণা গ্রন্থে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এ-পার বাংলা কবিদের সাথে চর্চিত হয়েছেন ও-পার বাংলার কবিরাও। আমার প্রত্যয়, আলোচ্য গ্রন্থটি দুই দেশের মানুষদের মধ্যে সম্প্রীতির সূত্রকে আরও প্রসারিত করবে, দুই বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় উভয় বাংলার মননের জগতকে ঘনিষ্ঠতম ও সম্প্রসারিত করবে।

বাংলা কাব্য জগতে বিচরণশীল যে সব কবিদের এ-পার বাংলায় বর্তমান নিবাস অথচ জন্ম ও-পার বাংলায় তাঁদের মানসিক মানচিত্রে, ঘুমে-জাগরণে নদীমাতৃক শ্যামল বাংলার প্রকৃতি মাঠ-ঘাট, ভাটিয়ালি-সারি-জারি গান ও কোমল প্রাণ মানুষজন সর্বদা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। মনের মেঘনা সদা উথাল-পাথাল। দেশ কালের সীমানা ভুল হয়ে যায়। কবিরা স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন। অতীতে অখন্ড অথচ বর্তমানে দ্বিখন্ডিত এই বাংলার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' কবি জীবনানন্দ লিখেছেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।' একালের কবি লেখেন, 'একবার দেখি, বার বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।' তাই আবহমান কালের রূপসী বাংলার প্রতি কবিদের দায়বদ্ধতার কালসূচক প্রসঙ্গ-প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরাও তাঁদের পূর্বসূরীদের মতো বারবার আন্দোলিত হয়েছের আঘাতে-সংঘাতে, যুদ্ধে, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে, লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত বাঙালির স্রোতে, খরা-বন্যা মহামারীতে। কিন্তু কবির কলমের কালি কোনদিন শুকোয়নি, কবির প্রাণ-শক্তি নিঃশেষিত হয়নি কোনদিন। উনিশশো একাত্তরের স্মরণীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু মানুষের প্রাণের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তার পাশাপাশি এ-পার বাংলার মানুষকেও মূল্য দিতে হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে এই বাংলার সচেতন মানুষ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পেয়েছে এবং অধিকার-সচেতন হয়েছে। আগামী দিনে দু'দেশের কবিরা মানুষের শুভ বুদ্ধির

সপক্ষে আরও ঐক্যবদ্ধ হবেন- এ প্রত্যয়ে আমি সুস্থির ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আগে ও পরে বাঙালি জীবনে যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার পেছনে রয়েছে প্রতিরোধ অতিক্রমের ইতিহাস । আদর্শের প্রতি টান ও সেই টান কাটাবার চেষ্টার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা আধুনিকতা ও ঐহিহ্যের দ্বন্দ্ব । এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজের বদল ঘটেছে । সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিও বদলেছে । কবিতায়ও রয়েছে এই বদলের চিহ্নায়ন ।

কবিতা যেহেতু একটি শিল্পকর্ম তাই তাকে প্রকাশ্য রূপের দিক থেকে এবং তার নিহিত সত্যের দিক থেকে মিলিয়ে দেখতে হয় । কবিতার ক্ষেত্রে যে ভাব বা বিষয় বা যাকে বলি আইডিয়া তা কবিতার রূপের সঙ্গে অতি নিবিড় ভাবে জড়ানো ।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক শুধু কালসূচক নয়, ভাল-মন্দের ইঙ্গিত-বর্জিত নয়, মূল্য-নিরপেক্ষও নয় । মানুষ ভালবাসে যূথবদ্ধ জীবন । এ প্রবণতা একেবারে আদিম । যে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে মানুষ একদিন দলবদ্ধ জীবন-গঠনে এগিয়ে এসেছিল আজ কৃষি-সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও তার অবলুপ্তি ঘটেনি । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অসংখ্য কবিতায় এই যূথবদ্ধ লোক-জীবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে, উপস্থাপিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান-উপকরণ ।

লোকসংস্কৃতির জগতে কবি আজও ছুটে যান । ছুটে যান এই কারণে যে এ জগত মাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষের 'এলিমেন্টারি' জগত । মৃত্তিকা মানুষকে যতখানি উজ্জীবিত করেছে, সৃষ্টির অন্য কোনো উপাদান-উপকরণ বোধহয় ততখানি পূর্ণ আবেগে তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি । তাই লোকসংস্কৃতির গৌরব মৃত্তিকা সম্ভব জনজীবনের শ্রম ও ভাষা নিয়ে । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক বিন্দুর মধ্যে দেখেছেন বৃহত্তম বিশ্ব-সিন্ধুকে । তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, সর্বগ্রাসী সংকটের মুহূর্তে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মের রূপ ধরে আসা কুশ্রীতার বিরুদ্ধে, আত্মপরায়ণ অসামাজিকতার বিরুদ্ধে লোকসংস্কৃতির বড় প্রয়োজন । তাই তাঁদের কাছে লোকসংস্কৃতি যাদুঘরের সামগ্রী বা বিদ্যাচর্চার বিষয় মাত্র হয়ে থাকেনি । আলোচ্য কবিদের নিয়ে আমার কিছু বলার জায়গা হল এটাই ।

বাংলাদেশ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলাদেশ বিষয়ে তথ্য ও বইপত্রের অভাব মিটিয়েছে শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার। এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। দুই বাংলার কবিদের রচনা নানা পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থ শেষে তথ্যসূত্রের উল্লেখ রয়েছে।

এই গবেষণা গ্রন্থ রচনার উদ্দীপক শক্তি হলেন আমার শিক্ষাগুরু জ্ঞানতাপস ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য-যিনি গবেষণার ব্যাপারে নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে অশেষ ঋণে ঋণী করেছেন। জানি, মাতৃ-পিতৃ ঋণের সাথে গুরু-ঋণও অপরিশোধ্য।

নত মস্তকের প্রণাম জানাই আমার শিক্ষাগুরু ও আলোচ্য গবেষণা গ্রন্থের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ সুবীর কর মহোদয়কে- যাঁর অকৃপণ সাহায্য ব্যতিরেকে এ গ্রন্থ প্রকাশের আলোয় আসত কিনা সন্দেহ।

ডঃ বেলা দাস- যাঁর স্নেহচ্ছায় আমি আসাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী হিসেবে গর্ববোধ করি, তিনি প্রকৃত অর্থেই আমার গবেষণা-কর্মের নিয়ামক শক্তি। তাঁকে আমার আভূমি-আনত প্রণাম।

গ্রন্থটির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার পিতৃদেব ডঃ শিবতপন বসু, যিনি তাঁর ব্যস্ততম কর্মজীবনেও আমার সারস্বত সাধনার শক্তিকে উজ্জীবিত করেছেন।

কিছুদিন আগে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন প্রখ্যাত লোকরিক্থবিদ ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহোদয়-যিনি লোক সংস্কৃতি বিষয়ে নানা তথ্য ও মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই মায়া গ্রাফিক্স, বদরপুর-এর সত্ত্বাধিকারী ওয়াকিল আহমদ মহোদয় ও কর্মীবৃন্দকে যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও যথাসময়ে এই গ্রন্থটির মুদ্রণের ও অক্ষর বিন্যাসের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সমাপ্ত করেছেন।

-সায়ন্তনী বসু

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ ঃ ২০ এপ্রিল, ২০১০